অমৃত বাজার পত্রিকা

৪র্থ ভাগ } ১লা বৈশাখ বৃহস্পতিবার ১২৭৭ সাল ৭ ইএপ্রেল ১৮৭০ খৃঃঅব্দ } ৯ সংখ্যা

অমৃত বাজার পত্রিকা

১লা বৈশাখ বৃহস্পতিবার

অনেক দিন হইল কৃষ্ণনগরের ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট নিডহাম সাহেবের বিরুদ্ধে আমরা এক বার লিখি, আমাদের বিশ্বাস ছিল, তিনি এক্ষণ ভাল হইয়াছেন কিন্তু আমরা দুঃখিত হইলাম যে আবার আমাদের হাতে নিম্নস্থ পত্র খানি পড়িল।

"কৃষ্ণনগরের নিডহাম সাহেবলোকের ভারি " অপ্রিয়। তিনি অনেককে বদজবান বলিয়া " গালি দেন। সম্প্রতি এক জন ষ্টাম্প বেণ্ডার তাহার নিকট কোনকাজ উপলক্ষে যায়। তিনি তাহাকে গালি দেন। সে সাহেবের নামে হরমত বাহার দাবিদিয়া নালিশ করে। মুনসিফের " আদালতে বিচার হয়। প্রমান না হওয়াতে " মকর্দ্দমা ডিসমিস হইয়াছে আমরা শুনিতে " ছি মকদ্দামার আপিল হইবে। আমরা শু" নিলাম আর এক জন ভদ্র লোকও তাহার " নামে হরমতবাহার নালিস করিতে উদ্যত " হইয়াছেন। গিরিশ বাবু নামক এক জন দ্বি" তীয় শ্রেণীর উকিলকে তিনি অপমান ক" রেন। তিনি তাহার নামে নালিস করেন, " কিন্তু সাহেব তাহার সঙ্গে রফা করিয়া মিটা" ইয়া দেন। যখন মনরো সাহেব এখানে মা" জিষ্ট্রেট ছিলেন তখন অনেক গুলি মুক্তিয়ার " একত্রিত হইয়া নিডহাম সাহেবের বিরুদ্ধে " তাহার নিকট এক খণ্ড দরখাস্ত করে। তা" হার কিছু হয় না।

এক্ষণকার দিনে বিশেষতঃ কৃষ্ণনগরে এক জন সামান্য ডিপুটী মাজিষ্ট্রেটের অপ্রতিহত ভাবে এরূপ অন্যায় ব্যবহার করা ভারি আশ্চর্য্যের বিষয়। কৃষ্ণনগরে অনেক জেলা অপেক্ষা কৃত বিদ্যের সংখ্যা অধিক, ইহা কলিকাতার নিকট, প্রায় রেলওয়েও টেলিগ্রাফের ধারে, উকিল মুক্তিয়ার আমলা সকলেরই অবস্থা ভাল। জেলার মাজিষ্ট্রেট অতিশয় যোগ্য লোক এবং জজ অকর্ম্মা হউন পক্ষপাতি নন। আবার ক্যাম্বেল সাহেব কমিশনার, ইহা সত্ত্বেও ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট অদ্যাপি আদালতে কি রূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য তাহা যদি শিক্ষা না করিয়াথাকেন তবে আশ্চর্য্যের বিষয়। কৃষ্ণনগর অনেক জেলা আদর্শ স্বরূপ এবং স্বেচ্ছাচারি হইয়া কাজ করা যে অন্যায় ইহার শিক্ষা হাকিমেরা এস্থানে নাপাইলে আর কোথা গিয়া পাইবেন।

কৃষ্ণনগর কালেজের ছাত্র দিগের এখানে একটী সভা আছে। সম্প্রতি তাহারে সাম্বৎসরিক সভার অধিবেশন হয়। সভাতে কলেজের প্রফেশর উইলসন সাহেব অঙ্ক শাস্ত্র সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা পাঠ করেন। সভার আশনের মুল্য নিদ্ধারিত হয় এবং ইহাতে প্রায় শতাধিক টাকা সংগৃহীত হয়। সভেরা টাকার দ্বারা একটি পুস্তকালয় সংস্থাপন করিবেন মনন করিয়াছেন।

রাণাঘাটের সাহায্যকৃত বিদ্যালয়ের উন্নতির নিমিত্ত রাণী স্বর্ণময়ী একশত টাকা দান করিয়াছেন। রাণাঘাটের ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু রামশঙ্কর সেন তাহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন।

বোর্ড হইতে হুকুম হইয়াছে যে বিলাতি মদ বিক্রয় করিবার নিমিত্ত ৬ টাকা ডিউটী দিয়া লাইসেন্স লইতে হইবে। ইতি পূর্ব্বে ৪ টাকা দিয়া লাইসেন্স লইতে হইত। আমাদের বিবেচনায় গবর্ণমেণ্ট এক্ষণ নির্বিঘ্নে ৬ টাকা কেন ৮ টাকা ডিউটী করিতে পারিতেন। বিলাতি মদের সঙ্গে দেশী মদের ও ডিউটী বৃদ্ধি করা কর্ত্তব্য। এদেশের ভদ্রলোকেরা দেশী মদও বিস্তর পান করিয়া থাকেন।

গবর্ণমেণ্ট হইতে হুকুম আসিয়াছে যে আপাতত জন সংখ্যা লওয়া স্থগিত হইল।

এই রূপ রাষ্ট্র যে আমাদের কমিশনার ক্যাম্বেল সাহেব ইডিন সাহেবের স্থলে নিযুক্ত হইবেন।

আমরা এইবার দিয়া বুঝি তিন বার হাঁসখালি ও রাণাঘাটের খেয়া ঘাটের উপর শাঁক প্রস্তুত করার প্রস্তাব করিলাম। আমরা এবার গবর্ণমেণ্টের গোচরার্থে এই দুইটী ঘাটে যে দুইটী অত্যাচার হয় তদ্বিষয় লিখিতেছি। রাণাঘাটে একটী শেকরার স্ত্রী গোপনে শশুরালয় হইতে পিতৃ গৃহে পলায়ন করে। তাহার পিতার গৃহ রাণাঘাটের ও পারে। সে পার হইতে খেয়ার নৌকায় আরোহণ করে। অতি প্রত্যুষে সে পলায়ন করে, যখন সে নৌকায় উঠে তখন সুতরাং সেখানে লোক থাকেনা। স্ত্রীটী নৌকায় উঠিয়া কতক দূর গেলে, মাঝি তাহার কাছে খেয়ার পয়সা চায়। তাহার নিকট পয়সা না থাকায় সে পয়সা দিতে পারিয়া উঠে না। মাঝিরে পয়সার পরিবর্ত্তে তাহার নিকট এক খানি গহনা চায়। সে তাহাতে অসম্মত হয় এবং ইহাতে স্ত্রীটীর নিকট হইতে নৌকার পাটনি প্রভৃতি তিন জন গহনা বল পূর্ব্বক কাড়িয়া লয়। অপরাধী গণ রাজ বিচারে দণ্ডিত হইয়াছে। অপর সে দিন আমাদের একজন বন্ধু আমা দিগের নিকট গল্প করিলেন যে তিনি খেয়া ঘাটে পার হইতে এক জন স্ত্রীর নিকট শুনিলেন যে সে রাত্রে পার হইতে নাপারিয়া ঘাট মাঝির আলয় এবং তাহারা তাহার প্রতি অত্যাচার করার অভিপ্রায়ে তাহাকে রাত্রে গৃহে বল পূর্ব্বিক প্রবিষ্ট করানের যত্ন করে। রাণাঘাট ও হাঁস খালীর ঘাটে শাঁক বাঁধার নিমিত্ত আমরা পূর্ব্বে অনেক গুলি যুক্তি দেখাইয়াছি। উপরিউক্ত অত্যাচার গুলি ও ইহার নিতান্ত কম একটী কারণ নহে। অনেক কুলকামিনীর অনেক কারণ বশত খেয়ার পাটনি দিগের হাতে পড়িতে হয়। ফেরি ঘাটের পাটনি দিগের সঙ্গে গবর্ণমেণ্টের কতক সংস্রব আছে এবং এদেশের নিম্ন শ্রেণীস্থ লোকের হাতে গবর্ণমেণ্ট সংস্রব কোন ক্ষমতা থাকিলে সে অত্যাচার করে সুতরাং ইহাদের নিকট কুলকামিনী গণের অপমানিত হওয়ার সম্পূর্ণ সম্ভব। রাণাঘাট ও হাঁসখালী খেয়া ঘাটে যত ভদ্র লোকের সমাগম হয় বোধ হয় এরূপ কোন স্থলে হয় না। এখানে বনগ্রামের ন্যায় নৌকারশাঁকোবাধিলেঅনায়াসে হইতে পারে। প্রত্যেকশাঁকোতে থান ত্রিশেক নৌকার আবশ্যক, প্রত্যেক নৌকা ১৫০শত টাকা করিয়া পাওয়া যায়। সুতরাং ৩০ খানের মূল্য ৪৫ হাজার টাকা হইতে পারে এবং অন্যান্য ব্যয়ের নিমিত্ত আর ১৪।১৫ হাজার টাকা লাগিতে পারে। সর্ব্বসমেত ৫০ হাজার টাকার অধিক ব্যয় পড়েনা। এ টাকা যদি ফেরি ফণ্ড সংকুলন করিতে নাপারেন তবে গবর্ণমেণ্টের সুদের হারে টাকা কর্জ্জ করিলে হইতে পারে। ইহাতে দুই ঘাটের ব্যয় লক্ষ টাকার সুদ বৎসর ৪ চারি টাকা হারে চারি হাজার এবং ৫ টাকা হারে ৫ হাজার টাকা লাগিতে পারে, রাণাঘাট ও হাঁসখালিতে বৎসর প্রায় ৬ হাজার টাকা টোল আদায় হয়। ইহাতে ক্রমে সুদে আসলে শোধ গিয়া ওখানকার ব্যয় সম্পূর্ণ রূপে উঠিতে পারে। শাঁকো প্রস্তুত হইলে মানুষ এক্ষণ যেমন এক পয়সা পারাণি দেয় এরূপ দিবে না। সুতরাং বৎসর বৎসর এক্ষণকার ন্যায় ৬ হাজার টাকা আদায় হইবেনা, কিন্তু গাই ঘাটার নৌকার শাঁকোর উপর পার হইতে প্রত্যেক মনুষ্যের এক পয়সা করিয়া টোল দিতে হয় এবং ইহা উঠাইয়া দিলে ও রাণাঘাট ও হাসখালীতে ঘোড় গাড়ী পারাবার হওয়ায় বিস্তর আয় হইবে। এক্ষণে সে আয়টি নাই। তবে এই ৬ হাজার টাকা শুদে পর্য্যবসিত হইলে রাণাঘাটের মিউনিসিপেলিটীর ও পবলিক ওয়ার্কের কিছু ক্ষতি হইবে কিন্তু ইহাতে জন সাধারণের বিস্তর উপকার। আমাদের প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিশনার কেম্বেল সাহেবের নিকট আমরা এই প্রস্তাবটী উৎসর্গ করিলাম। তিনি এবিভাগের উন্নতির নিমিত্ত কায়মন বাক্যে যত্ন করিতেছেন। এটী করিলে তিনি বিস্তর লোকের উপকার করিবেন।

Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

আমাদের দেশের কৃষক।

উচ্চতর শিক্ষা কর্ত্তৃক দেশের অশেষ মঙ্গল হইতেছে সুতরাং গবর্ণমেণ্ট যখন উচ্চতর শিক্ষার পরিবর্ত্তে নিম্ন শ্রেণীস্থ প্রজা মণ্ডলীকে বিদ্যা দান করিবার প্রস্তাব করেন তখন তাহাদের উদ্দেশ্য যত ভালই হউক দেশ সমেত লোকে আতঙ্কিত হন। প্রকৃতির নিয়ম যে সকল বিষয় ক্রমে বিকশিত হয়। পূর্ণচন্দ্র এক দিনে উদয় হয় না, পদ্ম প্রথম কলিকা, তাহার পর অর্দ্ধ স্ফুটিত এবং সর্ব্বশেষে সম্পূর্ণ রূপে প্রস্ফুটিত হয়। এদেশের উচ্চতর শিক্ষা দ্বারা যখন সমাজের উচ্চতর স্তর জ্ঞানালোকে উজ্জ্বল হইবে তখন নিম্নস্থ লোকেরা স্বাভাবিক নিয়মানুসারে ক্রমে উন্নতি অভিমুখে ধাবিত হইবে। হিতৈষী মাত্র উচ্চতর শিক্ষা সম্বন্ধে এই রূপ তর্ক করেন, আমরাও ইহাই বলি। এ তর্কটী নিতান্ত উন্মাদের প্রলাপ বাক্য নহে, এটী সত্য পূর্ণ কিন্তু নিম্নশ্রেণীস্থ প্রজার উপর দিন দিন যে রূপ অন্যায় অত্যাচার হইতে আরম্ভ হইতেছে, ইহাতে দীর্ঘকাল তাহারা তাহাদের বর্ত্তমান অজ্ঞান তিমির আচ্ছন্নাবস্থায় অবস্থিতি করিলে তাদের পরিণাম কি হয় বলা যায় না। প্রজাবন্ধু গবর্ণমেণ্ট অনেকের এই রূপ বিশ্বাস গবর্ণমেণ্ট অনেক স্থলে প্রজার স্বপক্ষতা করিয়াও থাকেন সে মিথ্যা কথা নহে কিন্তু জমিদার গণকে শাসন করার উদ্দেশ্য প্রায়ই তাহারা উহা করিয়া থাকেন। নিজ স্বার্থের সময় তাহারা সকলকেই সমান জ্ঞান করেন। ৬৯ সালের ৮ আইনটী যিনি মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করেন, যিনি ইহা কর্ত্তৃক উৎপন্ন কার্য্যের ফল সমুদয় পর্য্যালোচন করেন তিনিই দেখিবেন যে ইহা দ্বারা গবর্ণমেণ্ট, প্রজার ও জমিদারের অনিষ্ট করিয়া কি রূপে কেবল নিজের উদর পূর্ণ করিতেছেন। জমা তকরার দ্বারা মধ্যবৃত্ত প্রজারা উচ্ছিন্ন গিয়াছে এবং কৃষাণেরা অস্থির হইয়াছে। প্রজার অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা সহস্র গুণে উৎকৃষ্ট হইয়াছে কিন্তু এক্ষণ কি সহস্রের একজন প্রজাকে অঋণী, ও সচ্ছল অবস্থাপন্ন দেখা যায়? আমরা জানি যে জমা তকরার করাতে প্রকারান্তরে কৃষকের নিজ ব্যবসায় প্রতি উৎসাহ বর্দ্ধন করা হইতেছে। জমিদার গণ ভূমির প্রকৃত স্বত্বাধিকারী এবং তাহারা যদি ক্ষেত্রজাত দ্রব্যের মূল্য প্রভৃতি বৃদ্ধির সঙ্গে কিছু কিছু কর বৃদ্ধি করেন তাহা নিতান্ত অন্যায় কাজ হয়না, কিন্তু এদেশের কৃষাণ মাত্র প্রায় মহাজনের দ্বারস্থ না হইয়া কৃষিকার্য্য করিতে পারেনা। তাহাদের নিজের এক পয়সা পুজি থাকেনা, তাহারা শতকরা মাসে ৩ কি ৩।। টাকা সুদে টাকা কর্জ্জ করিয়া গোরু, বীজ প্রভৃতি সমুদয় ক্রয় ও অন্যান্য ব্যয় সংকুলন করে সুতরাং অন্ততঃ তাহারা যত দিন উপার্জ্জন দ্বারা নিজে কিছু পুজি করিতে না পারে তত দিন তাহাদের কর বৃদ্ধি করা স্থগিত করা কর্ত্তব্য ছিল। এদেশের প্রজারা পূর্ব্বে এক সন্ধ্যা আহার করিত কখনও পরিস্কার কি উত্তম বস্ত্র পরিধান করিত না, অনেকের তরুমূলে অবস্থিতি করিতে হইত এবং কখন কখন ভিক্ষা উপজীবি হইয়া উদর পূর্ণ করিতে হইত। বাঙ্গলার প্রজার অবস্থা এক্ষণ আর এরূপ নাই কিন্তু তাহারা এক্ষন কি করে? পূর্ব্বে ক্ষুধা, ঝটিকা, বৃষ্টি দুরন্ত রৌদ্র ও সাংসারিক অন্যান্য যন্ত্রণার নিকট পরাভূত হইয়া নিশ্চেষ্ট হইত এক্ষণ তাহারা এ সমুদয় শারীরিক যন্ত্রণার সঙ্গে সংগ্রাম করিতে ক্ষমবান হইয়াছে। কেহ সমূদ্রে পতিত হইলে যেমন এ তরঙ্গের উপর হইতে ও তরঙ্গে উপর পড়ে, কৃষকের জীবন অবিকল তাহাই। তাহারা বৎসরের প্রারম্ভে মহাজনের নিকট হইতে টাকা কর্জ্জ করিয়া কৃষিকার্য্য আরম্ভ করে। লাঙ্গল গোরু দেখিয়া ধান্যের মহাজনেরা ধান কর্জ্জ দেন। অনেকে ধান ও টাকা একজনের নিকট হইতে কর্জ্জ করে। কৃষকেরা প্রথমে কর্জ্জ করিয়া সংসারের ও কৃষি কার্য্যের ব্যয় সংকুলন করে তাহার পর ক্ষেত্রোৎপন্ন শস্য দ্বারা সংসারের ও অন্যান্য ব্যয় সংকুলন হয়, বৎসরের শেষে দেখে যে যাহা উৎপন্ন হইয়াছে তাহাতে মহাজনের দেনা পরিশোধ হয় নাই ত, তবে ভবিষ্যতের নিমিত্ত কিছু মাত্র সংঞ্চয় হয় নাই, সকল রাজস্বও পরিশোধ করিতে পারে নাই। মহাজন টাকা না পাইয়া বিরক্ত করিতে থাকে। কিছু দিন কৃষক ইহা ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক সহ্য করে কিন্তু শেষে মহাজন নালিস করিবার উদ্যোগ কি প্রকৃত করিয়া বসেন, কৃষক গোরু প্রভৃতি সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া মহাজনের কথক দেনা পরিশোধ করে এবং অবশিষ্টের নিমিত্ত তাহার কাছে ঋণ পাশে আবদ্ধ থাকে। আবার ঋণ গ্রস্থ হয় আবার সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া মহাজনের কতক দেনা পরিশোধ করিয়া অবশিষ্টের নিমিত্ত ঋণী থাকে। এই ঋণ দায়, আবার সকল বৎসর সুজন্মা না হওয়াতে রাজস্বও সমুদয় অনেকে পরিশোধ করিতে পারেনা সুতরাং বাঁকি খাজানার দায় বিব্রত হইয়া যায়। এদেশের প্রজারা ভারি সহিষ্ণু ও ভারি দীন। তাহাদের জীবনে অনেক সহ্য হয় ও প্রাণ ভারি কঠোর সুতরাং এই সমুদয় যন্ত্রণা দ্বারা এক কালে হতাশ হয় না, এক রূপ বাচিয়া থাকে এবং ঈশ্বর ইচ্ছায় কান সুবৎসর পাইলে মহাজন ও জমিদারের দেনা পরিশোধ করিয়া কতক মুক্ত হয় কিন্তু আবার ক্রমে এই সমুদয় যন্ত্রণা আসিয়া তাহাকে বিব্রত করিতে থাকে। যাহারা মনে ভাবেন যে প্রজার অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল হইয়াছে তিনি একবার জমিদারের কাছারি গিয়া ও বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় প্রভৃতি কয়েক মাস মফস্বলে পরিভ্রমণ করেন তাহা হইলে দেখিবেন যে তাহারা প্রকৃত কত সুখী। ইহাদের অবস্থাত এই, আবার শুনিতেছি ভূমির উপস্বত্বের উপর কর বসানের প্রস্তাব হইতেছে। ভূমির রাজস্ব ইহারা মুখের অন্ন বিক্রয় করিয়া দেয়, জমিদারের উপর যখন যে বাবদে যাহা বার হয় তাহাও তাহাদের স্কন্ধে পড়ে, আবার তাহারা সেস কর দিবে? এতদ্ভিন্ন আমরা আরো শুনিতেছি যে লবণের ও তামাকের উপর কর বসিবার প্রস্তাব হইতেছে।

রাজসাহী ধর্ম্ম সভা।

আমরা পূর্ব্ব পত্রে এই ধর্ম্ম সভা সম্বন্ধে কিছু লিখিয়াছি, অদ্য আবার হিন্দু রঞ্জিকা পাঠে আর কিছু লিখিতে ইচ্ছা হইতেছে। রাজসাহীর হিন্দু ধর্ম্ম সভাটির সজীব অবস্থা। সভায় টাকা আছে সভ্য গণের সমাগম হয় ইহাতেই বোধহয় সভ্য গণের মনোগত উৎসাহ আছে। অনেকে জানেন সে দিবস এই সভায় ভারতদ্দেশের অধ্যাপক গণ আহুত হন ও তাহাতে অনেক অর্থ ব্যয় হয়। হিন্দু রঞ্জিকায় অবগত হইলাম যে ৪ জন কৃতবিদ্য উকিল এক জন রাজসাহি সমাজচ্যুৎ ভদ্র কায়স্থের বাটী আহার করায় সভা হইতে তাঁহাদিগের বিচার ও দণ্ড করিবার নিমিত্ত বহুতর সভ্য গণ একত্রিত হইয়া মুহ মুহু সভা করিতেছেন। ইহাতে আমরা দুঃখিত হইলাম। দলাদলি পল্লিগ্রামে হয়, অজ্ঞ লোক কর্ত্তৃক হয়, দ্বেষী হিংসক লোক কর্ত্তৃক হয়, কিন্তু ভদ্র লোকে প্রকৃত ভদ্র লোকে, কৃতবিদ্য লোকে, একত্রিত হইয়া এই যে সমুদয় ছিদ্র অন্বেষণে প্রবর্ত্ত হইবেন এ বড় আশ্চার্য্যের কথা। যাহাদের হিন্দু ধর্ম্মে কিঞ্চিন্মাত্রও বিশ্বাস নাই তাঁহাদের এরূপ সভার উপর অনেক আশা ভরসা করে। তাঁহারা আশা করেন যে হিন্দু দিগের মধ্যে যে সমুদায় দোষ আছে, তাহা হিন্দু দিগের যত্নেই দূরি কৃত হইবার সম্ভব। আমাদের দেশে অনেক আধুনিক অশাস্ত্রীয় কুপ্রথা শাস্ত্রকে অবমাননা করিয়া সমাজকে কলঙ্কিত করিতেছে, তাঁহারা আশা করেন যে এই রূপ সভায় শাস্ত্রের মাহাত্ম সংস্থাপন করিয়া এই সমুদয় কুপ্রথা উঠাইয়া দিবে। কিন্তু তাহা না করিয়া রাত্রে কোথা কে কি করিল, কে কবে কি আহার করিল এসমুদায় অনুসন্ধান করিতে যাওয়া সভার

প্রকৃত উদ্দেশ্য বিস্মৃত হওয়া তাহা নয় সভার ও সাধারণের নিকট হতাদৃত হইতে হইবে।

হিন্দু ধর্ম্ম মতাবলম্বীদের ব্যবহার শাস্ত্রানুসারে জাতি রক্ষা করিতে যাওয়া এখন বৃথা চেষ্টা মাত্র। ইংরাজি না পড়িলে এখন সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করা কঠিন ও ইংরাজি পড়িলে খাদ্যাখাদ্য বিচার তত থাকেনা। কাজেই দেশে আর এখন জাতি কাহারো নাই। প্রত্যক্ষে হউক সংশৃষ্ট দোষে হউক ব্যবহার শাস্ত্রানুসারে পবিত্রতা আর বাঙ্গালির মধ্যে নাই। যবনের অন্ন সেবন করিলে জাতি থাকেনা, যে যবনের অন্ন সেবন করিয়াছে তাহার সঙ্গে ও তাহার হস্তে অন্ন থাইলেও জাতি থাকেনা এরূপ অবস্থায় বাঙ্গালার মধ্যে জাতি কাহার আছে? যদি কাহার কিছু ছিল সে টুকু লিবারপুল ও চেশাইয়ার লবণে গিয়াছে। আমরা এখন প্রায় সকলেই বিলাতি লবণ আহার করিয়াথাকি ও কেতাবে পড়িয়াছি যে বিলাতে লবণ হাড় চূর্ণ ও ষাড়ের রক্ত দিয়া পরিষ্কৃত হয়। আমরা যে কাগজ ব্যবহার করি তাহা ভাতের মাড় দিয়া পিচ্ছিলিকৃত করা হয় এ সমুদয় ধরিতে গেলে, আর এ সমুদয় ধরিবই বা না কেন কেহ কাহাকে কোন কথা বলিতে পারেনা। আমরা ভরসা করি রাজগাহি ধর্ম্ম সভা নিচাশা সমূদায় পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত হিন্দু ধর্ম্ম স্থাপনের চেষ্টা করিবেন।

বাবু দুর্গাদাস চৌধুরী যশোহর পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন এসংবাদে বোধ হয় অনেকে দুঃখিত হইবেন। দুর্গাদাস বাবু নিজ গুণে, কি বাঙ্গালি কি ইংরাজ হাকিম সকলের নিকট সম্মানের পাত্র ছিলেন। তবে সুখের মধ্যে এই তিনি যশোহর হইতে ভাল স্থানে বদলি হইলেন।

আমরা বিশেষ অনুরোধ করি যে, যাঁহারা ট্যাকস দিবেন ও যাঁহারা ট্যাকস আদায় করিবেন, তাহারা নিচের এই গুলির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখেন। গবর্ণমেণ্ট নিয়ম করিয়াছেনঃ—

(ক) ভূমি হইতে যে উৎপন্ন তাহা হইতে বার্ষিক খাজানা বাদ যাইবে॥

(খ) ভূমি প্রস্তুত করিতে যে ব্যয় লাগে তাহা বাদ যাইবে॥ কিন্তু ভূমির চিরস্থায়ী উন্নতির নিমিত্ত যে ব্যয় হইবে তাহা বাদ যাইবে না॥

(গ) ভূমির চিরস্থায়ী উন্নতির নিমিত্ত যদি টাকা ধার করা যায়, তবে তাহার সুদ বাদ যাইবে॥

অর্থাৎ বিবেচনা কর পাচ শত টাকার এক জমা তাহার তিন শত টাকা সদর মালগুজারী এ তিন শত টাকা বাদ যাইবে। বিবেচনা কর, একটী খাল কাটিয়া একটী বিল আবাদ করা হইল এখানে খাল কাটিবার ব্যয় বাদ যাইবে না। কিন্তু যদি ধার করিয়া এই খাল কাটা হয় তবে তাহার সুদ বাদ যাইবে।

(ঘ) যত টাকা মোট আদায় শত করা তাহার সরঞ্জামী খরচ ৫ টাকা বাদ যাইবে॥

(ঙ) যদি বিষয় বন্ধক থাকে, তবে তাহার সুদ বাদ যাইবে॥

কারবারে এই গুলি বাদ যাইবেঃ--

(চ) কারবার চালাইতে অস্ত্র শস্ত্র ইত্যাদি মেরামত করিতে যে ব্যয়॥

(ছ) বাড়ী অস্ত্র শস্ত্র মাল ইত্যাদি ইনসিয়োর করিবার নিমিত্ত যে ব্যয় এবং কারকার্য্য করিবার নিমিত্ত বাড়ী কি অন্দর বাজানা॥

(জ) বাড়ী ইত্যাদির যত ভাড়া তাহার শত করা দশ টাকা, যদি এই টাকা যে কারবার করে তাহারাই দেয়॥

(ঝ) কারবার করিতে চাকরানের মাহিয়ানা।

(ঞ) কারবারে যে লোকসান যায়।

(ট) যে বাঁকি টাকা আদায়ের সম্ভাবনা নাই॥

(ঠ) কারবার করিবার নিমিত্ত যে টাকা ধার করা হয়, তাহার সুদ॥

উপরের গুলি পাঠ করিলে স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে লোকের প্রতি অত্যাচার হয় গবর্ণমেণ্টের এরূপ অভিপ্রায় নয়। গবর্ণমেণ্টের স্পষ্ট অভিপ্রায়ই এই যে ন্যায্য খরচ বাদে ঠিক যাহার পাচ শত টাকা আয় কেবল তাহারই ট্যাকস দিতে হইবে। জমিদার ও মহাজন যাহাদের টাকা অনাদায় পড়িয়া থাকিবে তাহা সমুদায় বাদ যাইবে। ঝড়ে যাহা যাহার লোকসান হইয়াছে তাহা তাহারা বাদ পাইবেন।

THE INDIAN CHURCH ESTABLISHMENT—The prevalence of liberal opinians, especially in religious matters, is one of the characterestics of the times, and is highly creditable to our age which has been emphatically called the age of improvement and progress. The present ministry of England, composed of some of the ablest men of the country, may be cousidered as an embodiment of such opinions. They are opposed to that narrow, selfish and unenlightened policy, which ultimately lead with unerring certainty, to the dissolution of great Empires and to the disintegration of the various elements of which such empires must necessarily consist. The disestablishment of the Irish church affords an example, that liberal principles are not only professed by the ministry of the day but also practised on fit occasions. We may therefore hope that the liberality which has been shown towards Ireland, in easing her of a most unnecessary and heavy burden, will, erelong, be extended to India by abolishing the Indian Church Establishment. The arguments used against the maintance of a church of England in Ireland apply with still greater force to a similar establishment in India. The followers of the established church in that island may bear some proportion thongh a small one, to the natives, who are all Catholics. But in India what proportion do they bear! They are like a drop in a sea yet for such an insignificant part of the population, the Indian Government has to maintain a church in all the dignity and splendour of a regular hierarchy, out of a revenue extorted out of the pockets of Hindus, Mahamedans, Budhists, Parshees, Roman Catholics, Presbeterians, Independents and Unitarians; what is the church of England to these people that they must pay to support her? In these days when a deficit in the Public revenue is made up by imposing an income atx on all sections of the community, it is absolutely imperative to use strict economy and to see that no expenditure, not necessary be allowed. Nor is economy alone concerned in the matter. Justice, which is higher than economy, requires that, what could exclusively, be enjoyed by a few only should be paid for by those few. This simple justice has been done to Ireland in the abolition of her churches, India now expects it from the Prime Minister of England whose liberal views are the more creditable to him, when we remember the opinions he maintained in his youth in his work on the 'State in its Relation to the church.'

THE BRAMHO MARRIAGE BILL—At length the Brahmo Marriage Bill has once more appeared. When after having shrunk off under the pressure of divers sorts of opposition and having taken more than a year to stengthen its cause, it does eventually come out, it has no doubt enlisted in its behalf an enormons amount of power which none dares to meet. In short the utmost concession our Legislature could make to opposition and out-side opinion was to lay aside its pet object for some time. When it is taken up a second time jump must it go—let no dog bark. However we would not do otherwise than welcome the afore said Bill in the main. We have only to object to some of its details. And thongh not very sanguine of being heard we will asy out our say.

The Bill in question goes at once to dishindooize a body of Hindus. Do the Brahmos wish to be cut off from the Hindoo nationalty? If they do, the Legislature is not to blame. But the Legislature should make itself sure of this. Indeed, hitherto the Hindoo religion and the Hindu nationalty have existed in a blended form. But the two are not inseparable. For aught we know the Brahmos may not wish to forego the Hindoo nationalty while forsaking the orthodox religious creed. The word Hindoo should be the dearest to our heart and sacred to our feelings. If the Brahmos wish to form a distinct sect let that be a Hindoo sect. Instead of the word Brahmo being used in contradistinction of the word Hindoo, let it only signify the new class of Hindoos as opposed to the old. Having premised thus, we must say that the introduction of a registrar must be outrageous to our nationl feelings. It has been rather unjust for our Legislature to import this item of English law to embody into an enactment meant for a particular community of this country. Marriage is

a sacrament and so the Brahmas would have it. According to the orthodox system Brahma is the witness of the ceremony. The Brahmos would have God to witness the matter. This is the reason why the Brahmos feel it necessary to deviate from the prevailing Hindu form.

But it will be asked how could the Government ensure certainty and authenticity if it were to dispense with the registrar. Why let a *panchyat* of the congenial creed take the place of the registrar. We see no objection to that.

In the second place we object to the fixing of the minimum age. Not that we advocate baby marriage, but that a foreign Government should not intermeddle so far into social and private matters. If all manner of good work were to be enforced by law, the high pleasure of conscious virtue would be at an end. The legislature should have confidence in the Brahmas, that they will avoid the evils of early marriages, moreover, it must be borne in mind that the English Government has not carried with it here the climate of England. The very fact that a girl of fourteen is capable of being the mother of four children is a strong argument against an unalterable restriction like the one in question. It is only the foolish that use the fact as an opposite argument. Is our Legislature aware what an amount of crime is the consequence of the custom prohibiting widow marriage ? There should be no compulsory rule in this respect.

Thirdly, we would observe that there is no received definition of the term Bramho. So instead of that word let the law contain a definition of it so far as the same can be got at. In fact there are four propositions which constitute the principles of Brahmoism. Instead of the words, "I belong to Brahmo somaj" the declaration to be made, let the words be, "I believe in such and such doctrines, and I feel conscientious scruples to marry according to the prevailing Hindoo form." Such a declaration would do very well. Besides this form will obviate another objection. As the bill now stands it may appear that the marriage of a Brahmo is not legal unless effected under this law. Clearly that is not the object of the law. It must be open to a Brahmo to marry according to the Hindoo form if he feels no conscientious scruples to do so.

Lastly and fourthly. Brahmho marriage is legalized. But what law is to guide the succession ? If the bill be passed in its present form, it seems that the Indian succession Act will not apply to the Brahmos. This will not be the least palatable to them. We have already said a Brahmo does not like to be at once cut off from all the social institutions held sacred by the nation. The Legislature should not doom him to this because he asked the Government to put him out of some petty inconveniences. As in the case of consanguinity so in this also let it be declared that the social customs will guide the succession.

THE LAW OF REGISTRATION—It is very satisfactory to remark the successful operation of this law as evinced by the large number of deeds registered each year and considerable surplus revenue yielded to Government. But at the same time, it is much to bo regretted that its practical administration is attended with many evils and inconveniences to the public.

One of these inconveniencs arises from the union, iu the moffusil, of the magisterial and Registerial functions in the same officer, who usually devotes his whole time to what he considers his principal duty and leaves the less important to wait his leisure. And as his promotion in no way depends on the due discharge of the duties of the Registrar, he generally performs them in a perfunctory manner. Those who come to the Registrars office from a distance suffer most from this, being obliged to be absent from home, on an average, for four days together. Now, as the public pays so largely for the maintenance of the Department, it has a right to expect better treatment than undergoing the process of dancing attendance for twice two days, the happiness of which can only be known by experience.

To notice in order all the evils of the present system of Registration requires more time and space than we have at our disposal; we shall therefore content ourselves with an attempt shortly to exhibit the troubles of a man who is so unfortunate as to have a deed to register.

As is very often the case a party wishing to register a deed comes to the station of the subdistrict from a distance of sixteen miles or upwards. Having arrived there he makes what shift he can to provide himself and company with a nights lodging. supper despatched, which is of the simplest desciption consisting probably of rice and potatoes only, if such luxury be available at the station he takes to his mat and snores off the fatigue of his journey. In the morning he goes to some Mooktiar to get him to identify the party executing the deed, for such indentification, according to invariable practice, can only be made by a Mooktiar. The omniscient mooktiar feels no scruple to make the necessary attestation on condition of course, of being paid according to *dustoor*. The unfortunate man whose interest it is to have the deed registered submits to his terms and accompanies the mooktiar to the Registry office, where he must again open his purse to pay the perquisites of the Amla. His difficulties do not end here, he must wait two days and sometimes more before the instrument finally registered, can be made over to hm. He then returns home jaded in spirit and about Rs10 poorer then he went determined never to put himself again into such trouble.

All these evils may be removed by the separation of the Registrar's duties from those of a magistrate in the sub districts; and by the multiplication of sub Registrars, whose stations may be within easy reach of all the places within his jurisdiction. The identification of parties by mooktiars should not be insisted upon, when more satistactory proof of identity can be had When a Mooktiar really knows the party there can not be any objection to his certifying to such knowledge: it is the practice of considerng his signature a *sine qua non* that we object to.

সন ১২৭৮ সাল।

অদ্য নূতন বর্ষ আরম্ভ হইল! এই ১২ মাসে কত সর্ব্বনাশই হইয়া গিয়াছে? ফল ১২৭৭ সালের কথা বলিলেই প্রথমে ফরাশিশ যুদ্ধের কথা মনে পড়ে। বলবান, সুশ্রী, সুবোধ, বিদ্বান, ধনবান, যুবাকে সংঘাতাকি পীডায় অভিভত হইয়া ধূল্য বলুণ্ঠিত হইতে দেখিলে মনে কত অসুখ হয়। ফ্রান্সের পতনে এক্ষণ সেই রূপ প্রায় পৃথিবী সমেস্ত লোকে রোদন করিতেছেন। অদ্যাপী সমরাণল নিভে নাই, পূর্ব্ব প্রশিওরা করিয়াছে এখন ফরাশিশেরা নিজে ফ্রান্স ছারখার দিতেছে। ফরাশিশ দিগের সহিত আসিয়াস্থ কোন একটী জাতির সহিত বিবাদ বাধিয়া উঠিবার যো হইতে ছিল, কিন্তু জগদীশ্বরের ইচ্ছায় সেটী নানা কারণে হয় নাই। চিন দেশীয়েরা জন কয়েক ফরাশী ও অন্যান্য ইউরোপীওকে বধ করে, ইহাতে চিন দেশীয় কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা অপরাধী গণকে দণ্ড না করায় যুদ্ধ বাধিয়া উঠিবার যো হয়। ইংরাজ গণ সুবাতাস দিতে ক্রুটী করেন নাই, নিজে যুদ্ধ করিতেও চাহেন, কিন্তু এ গোলটী অমনি থামিয়া গিয়াছে। কাবুলের গোল অদ্যাপী যে রূপ সেই রূপই আছে, কস্মীন, কালে যে থামিবে তাহারো সম্ভাবনা নাই। সম্প্রতি বাঙ্গালার পূর্ব্ব ধারে লুসাই দিগের উপদ্রব হয়, সৌভাগ্য ক্রমে উহা এখন নিবারিত হইয়াছে। যখন শাওতালের এই রূপ অত্যাচার হয় তখন গবর্ণমেণ্ট তাহা দিগকে দমন করিয়া, পরে অনুসন্ধান করেন কি নিমিত্ত তাহারা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরূদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে ও অনুসন্ধান করিয়া শাওতাল দিগের প্রার্থনা গ্রাহ্য করেন। লুসাই দিগের প্রতি সেই অনুগ্রহ করা কর্ত্তব্য।

অপর আমাদের দেশে এবার কয়েকটী ভয়ংকর রাজ নৈতিক যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু যদিও প্রায় এসমূদায় গুলিতেই গবর্ণমেণ্ট জিতিয়াছেন ও লোকে হারিয়াছে, তবু এই যুদ্ধ করিয়া লোকের মাংস পেসী সুদৃঢ় হইয়াছে, সাহস হইয়াছে ও যুদ্ধ করিবার রীতি অভ্যস্ত হইয়াছে। প্রথম যুদ্ধ ইনকম টেকস লইয়া হয়। গবর্ণমেণ্টের টাকার অনটন এ দিকে প্রজার স্কন্ধে আর ভার সহ্য হয় না, সুতরাং বড় মানুষ দিগকে ধরিয়া টানাটানী করিবার ইচ্ছা হইল। ইনকম ট্যাকসের সৃষ্টি উইলসন সাহেব অবধি ও

সেই অবধি এই কয়টী এক না এক আকারে এদেশীয়েরা বহন করিয়া আসিতেছে। এদেশে বড় মানুষে প্রায় কোন কর দেন না। ইনকম ট্যাকসে যে টাকা আদায় হয় তাহাতে গবর্ণমেণ্টের পোষায় না। ইহা সমুদায় বিবেচনা করিয়া টেম্পল সাহেব ৩৴ হারে ইনকম ট্যাকস বসান। ইহাতে দেশের মধ্যে হুলস্থূল পড়িয়া যায়। যদি এই কর শুদ্ধ গরিব লোকের উপর পড়িত তবে বোধ হয় ইহা লইয়া কোন গোলই হইত না কিন্তু এ করটী অধিকন্ত ইংরাজ দিগের উপর পড়িল। আমরা কি টাকা দিতে আসিয়াছি না লইতে আসিয়াছি, ইংরাজেরা ইহাই বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। বাঙ্গালিরাও, যেমন "এওরা নাচে রঙ্গে, বিধবা নাচে সঙ্গে,, বাঙ্গালিরাও সেই সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করিতে লাগিলেন। যাহা হউক এই ৩৴ হারে কর স্থাপন করায় দেশের বিস্তর উপকার হইয়াছে। আমরা কতবার এই পত্রিকায় বলিয়াছি যে দেশের প্রতি যত অত্যাচার হয় তত দেশের মঙ্গল হইবে তাহার একটী উদাহরণ এই। এই অত্যাচারে ইংরাজ ও বাঙ্গালিতে প্রথমে ঐক্যতা স্থাপন হয়। এ আমাদের বড় সৌভাগ্যের বিষয় সন্দেহ নাই। আর একটী উপকার এই। আমাদের দেশের আয় ব্যয় সংক্রান্ত সমুদায় বিষয় যে নিতান্ত বিশৃংখল ইহা লোকের প্রতীতি হইয়াছে। আমাদের রাজস্ব বিষয়ে অনুসন্ধান নিমিত্ত দেশ সমেত লোকে, কি ইংরাজ কি বাঙ্গালি ইংলণ্ডের মহা সভায় আবেদন করেন, কিন্তু আবেদন পৌছিবার পূর্ব্বেই, পারলিয়ামেণ্ট এই নিমিত্ত কয়েক জন লোক নিযুক্ত করিয়াছেন। আমরা রএল কমিশনের নিমিত্ত প্রার্থনা করিলাম, পার্লিয়ামেণ্ট আমাদিগকে সিলেকট কমিটী দিলেন। পরে উচ্চতর বিদ্যা শিক্ষার হাঙ্গামা। গবর্ণমেণ্টের মনস্থ ঠিক কি জানা যায় না, কিন্তু লোকের মনে বিশ্বাস হইয়া উঠিল যে গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা নয় যে বাঙ্গালিরা আর বেশী ইংরাজি শিখে। আমাদিগের রাজপুরুষের দিগের মধ্যে কাহারো কাহারো যে মনোগত ইহাই ছিল তাহার সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট প্রথমে বলিলেন যে বাঙ্গলার উচ্চতর ইংরাজি বিদ্যাশিক্ষা নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের অনেক ব্যয় পড়ে, অতএব গবর্ণমেণ্ট আর ব্যয় সংকুলন করিয়া উঠিতে পারেন না। কিন্তু বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট সপ্রমাণ করিলেন যে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ভ্রম হইয়াছে, তখন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিরুত্তর হওয়া উচিৎ ছিল। লড মেওর অধীন গবর্ণমেণ্টের উচ্চতর শিক্ষা উঠাইবার সংকল্প অনেক দিন অবধি ছিল, ব্যয় কুলায় না প্রভৃতি আপত্তি ছুতা মাত্র, তাহারা বলিলেন ইংরাজি শিক্ষা মাত্রকে তাহারা উচ্চতর শিক্ষা বলেন।

এদিকে তলে তলে তাহারা ষ্টেট সেক্রেটারির নিকট এই বিষয় উপস্থিত করিয়া প্রার্থনা করেন যে তাহারা যে মহৎ কর্য্যে প্রবর্ত্ত হইয়াছেন ইহাতে তিনি সপক্ষতা করেন ও সপক্ষতা করিলে তাহা গোপনে টেলিগ্রাফ দ্বারা অবগত করেন। কিন্তু ডিউক আব আরগাইল এচাতুরে মুগ্ধ হইলেন না, তিনি এরূপ প্রস্তাবে ঘৃণা দেখাইলেন। কাজেই ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যে মহৎ কার্য্যে প্রবর্ত্ত হইয়াছিলেন তাহাতে তাহাদের ক্ষান্ত হইতে হয়। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এই আদেশখানি বোধ হয় লজ্জার খাতেরে গোপন করিলেন, সুতরাং বাঙ্গালিরা ইহা না জানিতে পারিয়া ও লড মেওর নানা বিধ কার্য্য দেখিয়া ভয়ে দাপাদাপি করিতে লাগিলেন। তাহার পরে যে নগরে নগরে সভা হইল, সমস্ত বাঙ্গালিতে উচ্চৈঃস্বরে গবর্ণমেণ্টকে নিন্দা করিতে লাগিলেন এ সমুদায় আর এক্ষণে বাহুল্য করিয়া লিখিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু লড মেও ও তাঁহার সভাসদ গণ হাতে মারিতে না পারিয়া ভাতে মারিয়াছেন, সে কি রূপে তাহা বলিতেছি। আমাদের দেশের সমুদায় রাজস্বটী ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট লয়েন লইয়া নিজ হাতে সমুদায় ব্যয় করেন। ইহাতে শুদ্ধ অনেকের উপর অন্যায় হয় তাহা নয়, অপব্যয় বাড়ে ও যে অপব গুলি বরাবর চলিয়া আসিতেছে তাহা নিবারিত হয় না। এই নিমিত্ত দেশ সমেত লোকে বরাবর প্রার্থনা করিয়া আসিতেছেন যে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট নিজের ব্যয়ের নিমিত্ত উপযুক্ত মত টাকা রাখিয়া আর সমুদায় স্থানীয় গবর্ণমেণ্টকে বিবেচনা মত ভাগ করিয়া দিউন। গবর্ণমেণ্ট ইহতে সম্মত হইলেন ও শিক্ষা, জেল প্রভৃতি কয়েকটী বিভাগের সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের উপর দিলেন। কিন্তু এই সমুদায় বিভাগের নিমিত্ত যে ন্যায্য ব্যয় তাহাও যদি সেই সঙ্গে সঙ্গে দিতেন তবে মন্দ ছিল না, কিন্তু যে ন্যায্য ব্যয় তাহা হইতে অনেক কম দিয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্টকে আদেশ করিয়াছেন যে "তুমি যে রূপে পারো এই অনটন পুরাও,, কাযেই বোম্বাই মান্দ্রাজ অযোধ্যা, বাঙ্গালা প্রভৃতি স্থানে এই অনটন পুরাইবার নিমিত্ত নুতন নুতন কর বসিতেছে। বাঙ্গলায় এই রূপে ২৬ লক্ষ টাকা কম দেওয়া হইয়াছে। এই অকুলান পুরাইবার নিমিত্ত নূতন কর স্থাপন ব্যতীত সকল বিভাগ হইতে কিছু কিছু ব্যয় কর্ত্তন করিবার কথা হইতেছে। শিক্ষা বিভাগ হইতে এই নিমিত্ত দেড় লক্ষ টাকা ব্যয় কর্ত্তন হইল, সুতরাং লড মেও হাতে মারিলেন না ভাতে মারিলেন। এই যে রাজস্ব বিভাগ করিয়া দেওয়াতে স্থানীয় কর বসিতেছে এরূপ নয়, বাঙ্গলায় স্থানীয় কর বাসইবার ইচ্ছা গবর্ণমেণ্টের অনেক দিন হইতে। বাঙ্গলায় চিরস্থায়ী বন্দবস্ত থাকায় জমিদার দিগের এক্ষণে বেশ লাভ দাঁড়াইয়া গিয়াছে। ইহাতে গবর্ণমেণ্টের মুখ চুলকাইতে থাকে। তাহারা বলেন যে বাঙ্গালায় রাস্তা ভাল নাই আর দরিদ্র লোক দিগের শিক্ষা হইতেছে না, তাহাদের টাকা নাই যে তাঁহারা এই ভার সংকুলান করেন অতএব জমিদারেরা আর কিছু কিছু কর দিউন। নির্ব্বোধ জমিদারেরা অন্যান্য আপত্তির মধ্যে একটী আপত্তি করিলেন, যে রাস্তা হইলে ভাল সকলেরি সেখানে তাহারা একা কর কেন দিবেন? ডিউক অব আরগাইল ইহাতে ভাবিলেন " ক্ষতি কি, যদি প্রজারা দিলে জমিদার দিগের কর দিতে আপত্তি না থাকে তবে বেশত আমাদের দুই দিক থিকে লাভ থাকিবেক, প্রজারাও দিউক, জমিদারেরাও দিউক,, সুতরাং এ সর্ব্বনাশিয়া কর স্থাপনের পথ পরিষ্কৃত হইল। এখন বঙ্গালার হাওলেকে জুঠিয়া সেদিবস এটী সভা করেন ও তাহারা পারলিয়ামেণ্টে আবেদন করিবেন সংকল্প করিয়াছেন।

এবৎসর আইনের শ্রাদ্ধ হইয়া গিয়াছে। ষ্টীফেন সাহেবের বড় লোক হইবার বড় সাধ। কিন্তু ইংলণ্ডে বড় লোক হওয়া বড় কঠিন। এখানে বন গাঁয়ে খাটাশ রাজা হওয়া ভারি সুযোগ। ষ্টীফেন সাহেবের নিদ্রা নাই, আরাম নাই, কেবল আইন ভাঙ্গ আর গড়া। মনুষ্যেরা মন্দ ভাঙ্গিয়া ভাল গড়ে কিন্তু ষ্টীফেন সাহেব একান্দাজি ভাল ভাঙ্গিয়া মন্দ গড়িতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার প্রথম কীর্ত্তি শিডসন লা, এই একটী আইনেই তাহাকে চিরস্মরণীয় করিবে। তাহার দ্বিতীয় কীর্ত্তি জুরি উঠাইবার, আপিল উঠাইবার, ও মাজিষ্ট্রেট দিগকে সম্পূর্ণ ক্ষমতা দিবার প্রস্তাব। হিন্দু উইল বিল বৎসরের প্রারম্ভে বিধি বদ্ধ হয়। তাহার উকীল ও মুক্তিয়ার দিগের আইনের মর্ম্ম লোকে অদ্যাপি ভাল করিয়া বুঝিতে পারে নাই। তাহা হইলে সমস্ত উকীল ও মোক্তার একত্র হইয়া ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতেন। বাঙ্গলায় যে কয়টী আইন এবার প্রচলিত হইয়াছে তাহার মধ্যে চৌকিদারি আইন সর্ব্ব প্রধান। এ বৎসর একটী গুরুতর মকদ্দমা হইয়া গিয়াছে। আমির খাঁর মকদ্দামার আমাদের দেশে যে অনেক উপকার হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। আরো হইবে তাহার প্রত্যাশা করিতেছি। আমাদের গবর্ণর জেনারেল মহারাণীর প্রতিনিধি। কিন্তু মহারাণীর নিজের যে ক্ষমতা নাই তিনি তাহা দাবি করেন। যখন আজমিরে দরবার হয় তখন যোধপুরের মহারাজা উদয় পুরের মহারাজার নিচের আসনে বসিতে হইবে বলিয়া দরবারে উপস্থিত হইতে অস্বীকৃত হন। লডমেও তাহাতে তাঁহাকে ব্রিটিশ রাজ্য হইতে নেকাল যাইতে হুকুম দেন। পরে উক্ত মহারাজার সম্মান সুচক যে কয়েকটী তোপ ধ্বনি হইত তাহা কমাইয়া দিয়াছেন। লড মেওর সহিত গ্রে সাহেবের কখন বনে নাই। লডমেওর সহিত স্বাধীনতা প্রিয় কোন ব্যক্তির বনিবার সম্ভাবনা নাই, ইহাতে আমাদের লেফটেনাণ্ট গবর্ণর গ্রে সাহেব তাহার সময় পুর্ণ না হইতে কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাহার স্থলে আমাদের এক্ষণকার লেফটানেণ্ট গবর্ণর ক্যাম্পেল সাহেব আসিয়াছেন। তিনি অদ্বিতীয় ক্ষমতাবান ও লোকে ইহার নিকট বিস্তর প্রত্যাশা করিতেছে। জগদীশ্বর করুণ ইহাদের প্রত্যাশা সফল হউক, তবে আমরা অবশ্য বলিব ক্যাম্পেল সাহেব প্রথম আসিয়া একটী ভুল করিয়াছেন। মিউনিসিপেলিটির ব্যয়ে শুদ্ধ জন কয়েক ইংরাজ দিগের সুবিধার নিমিত্ত কলিকাতায় একটি বাজার করিতে বিধি দেওয়া তাহার পক্ষে ভাল হয় নাই। ইহাতে বাঙ্গালিদের অনর্থক কিছু অর্থ দণ্ড হইবেক সে ছোট কথা, আমাদের ভয় হয় যে পাছে এই কার্য্যের জন্য লোকের আমাদের নূতন লেফলেণ্ট গবর্ণরকে করিয়া অবিশ্বাস জন্মিয়া যায়। এই তাহার প্রথম ভূল। আর আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি এই যেন তাঁহার শেষ ভূল ও হয়।

বাবু কাশীকান্ত চক্রবর্ত্তি, মামুদপুর, ৭৬ সালের চৈত্র ১০

বাবু লক্ষ্মী নারায়ণ চন্দ্র, শ্রীবাটী, বর্দ্ধমান, ৭৭ সালের চৈত্র ২৸০

বাবু অভিলাস চন্দ্র সান্যাল, কলিকাতা, ৭৭ সালের মাঘ ৮

বাবু কৈলাস চন্দ্র দত্ত, সম্পাদক, জ্ঞান প্রদায়িনী সভা বজ্র, যোগিনী ৭৮ সালের শ্রাবণ ৪

বাবু নারায়ণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, নিমতা, ৭৭ সালের চত্র পর্য্যন্ত ৮

বাবু রাম লাল ঘোষ, বাগুড়ি যশহর, ৭৮ সালের শ্রাবণ ৪

বাবু যোগেন্দ্র নাথ বসু, শ্যাম নগর, ৭৭ সালের শ্রাবণ ৮

বাবু পুর্ণ চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, শুবদড়া যশহর, ৭৮ সালের ভাদ্র ।০ .... ৪

বাবু কালি চরণ মণ্ডল, কলিকাতা, ৭৮ সালের বৈশাখ ১০

বাবু বগলা প্রসন্ন মজুমদার, নোয়াখালি, ৭৭ সালের চৈত্র ২৸০

বাবু মধু শুদন রায়, ঝাবশী, ৭৭ সালের মাঘের শেষ ৮

বাবু ত্রৈলক্ষ নাথ চৌধুরি, কলিকাতা, ৭৭ সালের ফালগুণ ২

জছিম উদ্দিন জোয়াদার, ঝিনি দহ, ৭৮ সালের পৌষ ৮

বিজ্ঞাপন।

শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম বি কর্ত্তৃক নুতন পুস্তক।

"মাতৃ শিক্ষা,,

অর্থাৎ গর্ভাবস্থায় ও সুতিকা গৃহে মাতার এবং বাল্যাবস্থা পর্য্যন্ত সন্তানের স্বাস্থ্য রক্ষা বিষয়ক উপদেশ। উত্তম ছাপা ও বাঁধা মূল্য ২টাকা ডাক মাশুল সহিত ২।০, ৫ খান একত্রে লইলে অর্থাৎ ১০ টাকায় ১৫ টাকা শত করা হিসাবে কমিসন, কলিকাতা লাল বাজার হিন্দু হষ্টেল শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যাইবে।

সংবাদ।

—বাঙ্গালি পত্র শ্রবণ করিয়াছেন, একটি চা-ক্ষেত্রের এক জন অধ্যক্ষ অপর এক চা-ক্ষেত্রের এক জন মজুরকে গুরুতর রূপে প্রহার করাতে তাহাকে ফৌজদারিতে দেওয়া হয়। তত্রত্য সহকারী কমিসনর এই উপলক্ষে আইন বিরুদ্ধ কার্য্য করাতে লেপ্টনানট গবর্ণর তাহাকে স্থগিত করিয়াছেন।

—সোমপ্রকাশ বলেন, "অমৃত বাজার পত্রিকা বলেন, পোষ্টমাষ্টার জেনরলের সহকারী বাবু দীন বন্ধু মিত্র ও ইনস্পেক্টর বাবু সূর্য্য নারায়ন বন্দোপাধ্যায়কে রায় বাহাদুর উপাধি দিবার নিমিত্ত অনুরোধ করা হইয়াছে। দীনবন্ধু মিত্র যোগ্য লোক সন্দেহ নাই; কিন্তু সূর্য্য নারায়ন বন্দোপাধ্যায় কি গুণে এই উপাধি পাইবার যোগ্য বলিতে পারিনা" সোমপ্রকাশ সম্পাদক পোষ্টাল রিপোর্ট দেখিবেন।

—ডাক্তার চিবার্স, মণ্ডার ও পেইনের অনুরোধ মেডিকাল কালেজের চিকিৎসালায়ের রোগি দিগের আহারের নিমিত্ত অধিকতর ব্যয় করিবার আজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেক ইউরোপীয়ের নিমিত্ত আট আনা দশ পাই হইতে বার আনা এবং এতদ্দেশীয়ের জন্য চারি আনা হইতে ছয় আনা পর্য্যন্ত দেওয়া হইবে।

—উক্ত পত্র বলেন, সম্প্রতি কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কয়েক স্থানের ব্যক্তি গণ ভারতবর্ষিয় রেলওয়ের এজেন্সি বোর্ডের নিকটে রেলওয়ের যে সমস্ত অসুবিধার নিমিত্ত আবেদন করেন, এজেন্সি বোর্ড সে গুলির নিবারণ করিয়াছেন। শকট গুলি মৃদু গতিতে আসাতে যে অসুবিধা হইত, তাহা দুরীকৃত হইয়াছে। হাবড়ার নিকটে টিকেট সংগ্রহ করাতে বিলম্ব হইত, কিন্তু এক্ষণ অবধি কোন পর্ব্ব উপলক্ষে অধিক জনতা হইলে অতিরিক্ত টিকেট সংগ্রাহক নিযুক্ত করা হইবে। স্থানীয় ট্রেনের টিকিট গুলি বালী ষ্টেসনে লইবার আজ্ঞা হইয়াছে। পারাণী জাহাজ হইতে নামিয়া তীরে উঠিবার নিমিত্ত অতিরিক্ত সিঁড়ি হইতেছে। মাসিক টিকেটের নিয়ম, তৃতীয় শ্রেণিতে পুনর্ব্বার বেঞ্চ দেওয়া এবং মধ্যবর্ত্তি শকট গুলির অবস্থার উন্নতি করা হইবে। মধ্যবর্ত্তি শকট গুলি আমেরিকার প্রণালী অনুসারে করা এজেন্সি বোর্ডের ইচ্ছা।

—১৮৬৭ সালে রামপুর বোয়ালিয়ায় যে জল প্লাবন হইয়াছিল তাহাতে অনেক লোক অত্যন্ত কষ্টে পড়িয়াছিলেন, কাশিম পুরস্থ বাবু গিরীশ চন্দ্র লাহুড় উক্ত দুর্দ্দশাপন্ন লোক দিগের অনেক অর্থ সাহায্য করায় এবং এতদ্ব্যতীত কাশিম জমিদারিতে একটী স্কুল স্থাপন করায় তিনি গবর্ণমেনট হইতে রাজা বাহাদুর উপাধি পাইয়াছেন।

—হিন্দু পেট্রিয়টের পাবনাস্থ এক জন সম্বাদ দাতা বলেন তথায় দ্বাদশ বর্ষিয়া একটী বিধবা ব্রাহ্মণ কন্যার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। এ বিবাহটী শুদ্ধ উন্নদলের যত্নেই হইয়াছে। তত্রত্য ইংরাজ কর্ম্মচারীরাও এ বিবাহে সংলগ্ন থাকিয়া সহায়তা করিয়াছেন। বিবাহটী ব্রাহ্ম মতে হইয়াছে।

—আসামের অন্তর্গত বড়পেটা উপবিভাগে চুণের খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

—সোমপ্রকাশ বলেন, অদ্য কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের পারিতোষিক দান ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। স্মৃতি শাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভরতচন্দ্র শিরোমনি মহাশায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া পারিতোষিক বিতরণ করেন। অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্ন কুমার সর্ব্বধিকারী পীড়া নিবন্ধন অনুপস্থিত ছিলেন; প্রতিনিধি অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায় রত্ন একটি সদর্থ বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতায় তিনি দুটি বিষয় প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এক সংস্কৃত কালেজে ইউরোপীয় অধ্যাপক নাই, তথাপি এই কালেজ অন্য অন্য ইউরোপীয়াধিষ্টিত কালেজ অপেক্ষা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। দ্বিতীয়, অনেকের সংস্কার আছে, সংস্কৃত কালেজে এক্ষণে সংস্কৃতের চর্চ্চা অল্প হয়, ন্যায়রত্ন বলেন, এটী ভ্রান্তি মূলক। তিনি স্ববাক্য সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত এবারের বি, ও এম, এ পরীক্ষার ফলের উদাহরণ স্থলে উল্লেখ করিয়াছেন। ৬ জন বি এ, পরীক্ষা দেন' তন্মধ্যে ৪ জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং ৩ জন এম, এ, পরীক্ষা দেন, তাহারা ৩ জনই উত্তীর্ণ হইয়াছেন। বি, এ পরীক্ষোত্তীর্ণ শিব নাথ ভট্টাচার্য্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫০ টাকা ছাত্র বৃত্তি এবং শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাচরণ লাহার প্রদত্ত ২৫ টাকা ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন। দুর্গা চরণ বাবুর সংকল্প এই, যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতে প্রধান হইবেন, তিনিই তাহার প্রদত্ত বৃত্তি পাইবেন। এটি প্রসন্ন বাবুর গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই, এটি কেবল প্রসন্ন বাবুর কেন বাঙ্গালিদিগের গৌরবের বিষয়। যাহা দিগের এই ভ্রম আছে, যে ইউরোপীয়ের নিকটে শিক্ষা না করিলে ইংরাজি শিক্ষা ভাল হয় না, তাহারা এক বার সংস্কৃত কালেজের উন্নতি দৃষ্টান্ত দর্শন করুন।

—কোন এক ব্যক্তি বল্লারীর ক্যান্টনমেন্ট মাজিস্ট্রেটের নিকট এই বলিয়া অভিযোগ করে যে কাহরি একটি গরু আসি যা তাহার কম্পাউণ্ডের নিকট বেড়াইয়াছিল। এই অপরাধে যাহার গরু মাজিস্ট্রেট দিকের তাহাকে পঞ্চ শ টাকা জরিমানা করেন আর পঞ্চাশ টাকা না দিত ত পারিলে তাহার পরিবর্ত্তে এক মাস পরিশ্রমের হিত কারাগারে থাকিতে হইবে। যাহা হউক আপী ল এই গুরুতর দণ্ড হইতে সে অভ্যাহতি পাইয়াছে।

—পঞ্জাবে ফাইনান্ সিয়াল ডিপার্টমেন্টের এক জন অচিহ্নিত কর্ম্মচারী ভাজে বসিয়া মদ খাওয়াতে সস্পেণ্ড হইয়াছেন।

—একটি মকর্দ্দমাতে মান্দ্রাজের স্মল কজ কোর্টের তৃতীয় জজ রাঙ্গা নাদা শাস্ত্রী স্বাক্ষ্য দিতে যান, তাহাতে প্রকাশ হয় যে, তিনি ইংরাজি, ফারাশী লাটিন তামিল, সংস্কৃত, তৈলঙ্গ, কর্ণাটি, মরাঠী, গুজরাটি হিন্দু স্থানি, পার্শ্য এবং আরব্য প্রভৃতি বারটি ভাষা জানেন।

—প্রেসিডেন্সিস্থ ব্রীটিশ সেনা দিগের ব্যায়াম চর্চ্চার জন্য যে সমুদয় প্রয়োজনীয় সামগ্রী লাগিবে তদ্ সমুদয়ের জন্য সুপ্রীম গবর্ণমেন্ট পঁচিশ হাজার টাকা খরচ মঞ্জুর করিয়াছেন।

—বিলাত হইতে কোন এক জন বিবি একটী গল্প লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। কোন এক জন লার্ডের স্ত্রী তাহার স্বামীর প্রতি সন্দেহ করিতেন। তাহার মনে সন্দেহ হইয়াছিল যে তাহার যে একটী সুন্দরী পরিচারিকা আছে তাহার সহিত তাহার স্বামীর গুপ্ত প্রেম ছিল। এক দিবস লেডী ইহা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত তাহার সেই পরিচারিকাকে এক কামরায় চাবি দিয়া রাখিয়া স্বয়ং সেই পরিচারিকার গৃহে শয়ন করিয়া থাকিলেন। অধিক রাত্রি হইয়াছে এমন সময় তাহার দুয়ার খড়াৎ করিয়া খুলিল, ও একটী লোক আসিয়া তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া ধরিল। লেডী দেখেন যে সে তাহার স্বামি নয় কিন্তু তাহাদের এক জন চাকর। চাকর ও লেডী ইহাতে উভয়ে অপ্রতিভ হইতেন, কিন্তু এমন সময় লর্ড আসিয়া উপস্থিত। ঘোর গণ্ড গোল, লর্ড কোন ক্রমে লেডীর কথা বিশ্বাস করিলেন না ও এক্ষণে ইহাই লইয়া মকর্দ্দমা হইবে। আমাদের স্ত্রী পাঠক গণ সাবধান! স্বামিকে কখন অবিশ্বাস করিও না।

—আউড আকবর বলেন যে এক বৎসর গত হইল এক জন পাঠানের মৃত্যু হয়। তাহারা বন্ধুরা পূর্ব্বে তাহাকে যেখানে কবর দেয় সে স্থান হইতে এক বৎসর পরে তাহাকে অন্য স্থানে লইবার মনস্থ করিয়া কবর খনন করিয়া দেখে যে তাহার মৃত দেহ নষ্ট হয় নাই দিব্য তাজা আছে, অধিকন্তু তাহার কেশ ও নখ বাড়িয়াছে।

—এক খান আমেরিকান পত্রে প্রকাশ হইয়াছে যে সেখানে এক জন ভদ্র লোকের বিষ পাথর আছে। এখানি নাকি দুই শত বৎসর গত হইল চীন দেশ হইতে আনিত হয়। এই পাথরের গুণ এই, সর্পে কি খ্যাপা কুকুর শিয়ালে দংশন করিলে দষ্ট স্থানে পাথর ধরিলে অমনি উহা আটিয়া যায়। পরে সমুদয় বিষ এই রূপে চুশিয়া লইয়া পড়িয়া যায়। তাহার পরে আবার উহা গরম জলে ফেলিলে সেই বিষ উগ্দার করে। আমারদের দেশে সাপুড়িয়ারা যে পাথর লইয়া বেড়ায় সম্ভবতঃ ইহা তাহাই হইবে।

—সংপ্রতি সাহারণ পুরের সরকারি উকিল তাহার নিজ কর্ম্মে অপটু থাকায় ঐ বিভাগের কমিসনার তাহার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করেন। কিন্তু রিপোর্ট কালিন সাহরণ পুরকে মিরুট লেখেন। ইহাতে মিরাটের সরকারি উকিলের কর্ম্ম যায়। অনেক গোলের পরে এই ভ্রম সংশোধন হয়।

—বাবু গোপাল চন্দ্র রায় বিলাতে ইউনিটেরীয়ান ব্রাহ্ম সমাজ সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা দিয়াছেন। ...স হপস সাহেব সভাপতির ভার গ্রহণ করিয়া ...পাল বাবুকে কেশব বাবুর সদগস্থ বলিয়া সভা... লোক দিগের নিকট পরিচিত করাইয়া দেন। ...মুদা লোক এবং লেডিরা সভায় উপস্থিত ছি... তাহারা বক্তৃতা শুনিয়া সন্তুষ্ট হয়েন। ...া ভঙ্গ কালে পেজ হপস সাহেব গোপাল বাবুকে ...বাদ করিয়া বলিলেন তাহারা এরূপ প্রত্যাশা ...রেন না যে কেশব বাবু খ্রীষ্টিয়ান হইবেন।

—দুই জন যুবা পরীক্ষার সময় নিজের নাম গো...ন করিয়া অন্যের নাম ধারণ করায় তাহাদের ছয় ...স মিয়াদ ও দুই শত টাকা জরিমানা হইয়াছে। ...ই ঘটনা মান্দ্রাজে হইয়াছে।

—এক জন পত্র প্রেরক বলেন লক্ষ্মীপাশা স্কুল হই... পাঁচ জন ছাত্র এবার মাইনর পরীক্ষায় উপ...ত হইয়াছিল। তাহার ৪ চারি জন ছেকেণ্ড গ্রেডে, এক জন মাত্র থার্ড গ্রেডে উত্তীর্ণ হইয়াছে! এই ... হইতে বৎসর২ যে কএক জন ছাত্র পরীক্ষা...নার্থ প্রেরিত হইতেছে প্রায় সে সমুদায় ছাত্র ...ই উত্তীর্ণ হইতে দেখা যাইতেছে।

—পাটনার জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট যে সমুদয় ওহাবি...র বিষয় অনুসন্ধান করিতে ছিলেন তিনি সকল ...ওরায় সোপর্দ্দ করিয়াছেন। এদিকে ইংলণ্ডের ...াত ব্যারিষ্টার সার্জন্ট ব্যালান্টাইন আনষ্টি স...দের সহিত আসিতেছেন।

—বেরিলির কতক গুলি প্রধান মুসলমান হাইকো... ইহাই বলিয়া আবেদন করেন যে রাম নবমীর ...য় যদি মহরম পড়ে তবে হিন্দুরা যেন মিছিল বা...র করিতে না পারে। হাইকোর্ট আবেদন অগ্রাহ্য ...রিয়াছেন।

প্রেরিত।

মহাশয়।

সম্প্রতি ১৭ই চৈত্র তারিখে যশোহর জিলার অ...ঃপাতি কাটীপাড়া গ্রামে বেলা এগারোটার সময় ...গ্নি লাগিয়াছিল। ইহাতে ৫।৬ খানা গৃহ পুড়িয়া...য়। এই অগ্নি প্রথমতঃ শ্রীযুক্ত রাজ কুমার বাবুর ...র উদ্যান নামক উদ্যানের উত্তর পশ্চিম অংশে ... বাক্তি বাগদীর গৃহে লাগিয়া ক্রমে পুড়িতে আ...য। বাবু নিজে এবং আপনার লোক জন দ্বারা ...ত্তর পরিশ্রম করিয়া অগ্নি নিবারিত করেন। বোধ ... এরূপ না করিলে ক্রমশই ইহার বৃদ্ধি হইত। যে ...কল ব্যক্তির গৃহ পুড়িয়া গিয়াছিল তাহারা অত্যন্ত ...ন এজন্য বাবু নিজ ব্যয়ে তাহাদিগের গৃহ নির্ম্মাণ ...রিয়া দিয়াছেন।

ফলতঃ পল্লি গ্রামের বাবুদিগের মধ্যে দুই এক ...নের এপ্রকার স্বভাব হইলে দুঃখী লোক দিগের ...ন্তর উপকার হয়। আমরা ঈশ্বরের নিকট নিয়তঃ ...ই প্রার্থনা করি যে রাজ কুমার বাবুর ঐশ্বর্য্য দিন২ ...দ্ধি হউক।

১৯শে চৈত্র ১২৭৭ সাল } শ্রীজলধর বড়াল কাটিপাড়া।

মহাশয়।

আপনার পাঠক বর্গ ২০ এ মার্চের অমৃত বাজার পত্রিকাতে বগুড়ার বৃত্তান্ত ও সুবিচারের বিষয় পাঠ ...রিয়া আপীলে বৃদ্ধের কি দশা হইল জানিতে একান্ত কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া থাকিবেন। তাঁহাদের সন্তোষ ...না ও এখানকার সিনিয়র ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট বাবুর ...চার সম্পূর্ণ ভ্রম শূন্য ছিল না তাহাই দেখাইবার ...নসে আমি অদ্য পুনরায় আপনাকে বিরক্ত করিতে বাধ্য হইতেছি। বৃদ্ধের আপীল জজ সাহেবের নিকট উপস্থিত হইবা মাত্রই সাহেব মহোদয় বিচার কার্য্য আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত অবৈধ হইয়াছে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে মুক্তি দিয়াছেন সম্পাদক মহাশয় আপীল থাকার যে কত গুণ ও তাহা কি সুফলপ্রদ তাহা এই বৃদ্ধের বিবরণ হইতেই প্রতীয়মান হইতেছে। আহা! যদি বৃদ্ধ আপীল করিতে না পাইত অর্থাৎ যদি তাহাকে এক মাস কারাবাস বা ৫০ টাকা অনধিক অর্থ দণ্ড দিবার আজ্ঞা হইত তাহা হইলে অনর্থ অসহায় গরিবকে বিনা দোষে অবিচার বশতঃ জেল মধ্যে কষ্ট পাইতে হইত। বৃদ্ধের যেরূপ অন্যায় ও অনর্থক ক্লেশ ও যন্ত্রনা হইয়াছিল তদ্রূপ যে প্রতি দিন কত শত লোকের হইতেছে তাহা মহাশয়ের অবিদিত নাই যদি অতি সামান্য দণ্ডের ও আপীল থাকিত তবে অনেক মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের অবিচার জন্য নির্দ্দোষী লোকের যে দুঃখ হয় তাহার অনেকাংশে নিরাকরণ হইত। যত দিন বিচার পতি নিয়োজনের ভাল নিয়ম না হইতেছে, যত দিন বানরের হাতে খণ্ড থাকিবেক তত দিন কোন মতেই আপীলের পথ রোধ করা উচিত নহে, কারণ অনেক মাজিষ্ট্রেট আছেন যাহারা কেবল আপীল এড়াইবার অভিপ্রায়ে এক মাস কারাবাস বা ৫০ টাকা জরিমানা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের এরূপ কার্য্য ভীরুতার চিহ্ন সত্য কিন্তু তাহা না করিয়ে আপীলে নিষ্পত্তি রদ হইলে পদোন্নতি ও বেতন বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে না। যে কিছু দণ্ড দিবেন তদুপরে আপীলের পথ মুক্ত থাকিলে আমাদের মাজিষ্ট্রেট গণ পরের মাথা কেটে স্বীয় উন্নতির সোপান নির্ম্মাণ ও উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে দিতে সাহস করিতেন না।

সম্প্রতি বগুড়ার জেলের এক জন কয়েদী অত্রত্য জজ সাহেবের নিকট এই মর্ম্মে এক দরখাস্ত দিয়াছে যে বাবু মাধব চন্দ্র মৈত্র ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট অমুক অমুক ব্যক্তির সম্মুখে অনেক ব্যক্তি হইতে এক শত টাকা ঘুষ লইয়া বিচার কার্য্যের ক্রটী করিয়া অবৈধ রূপে তাহাকে দণ্ড দিয়াছেন। জজ সাহেব উক্ত প্রার্থনা পত্র মাজিষ্ট্রেট সাহেব যদি আর মনটং আর্মষ্ট্রং হইতেন তাহা হইলে কি রূপ হইত বলা যায় না। ফল বোধ হয় আমাদের মাজিষ্ট্রেট ও এক বার অনুসন্ধান না করিয়া দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিবেন না।

অত্রত্য পুলিশের জনৈক হেড কনষ্টাবল দায়রায় সোপর্দ্দ হইয়াছিল। সেসনে বিচার অন্তে জজ সাহেব ডেঃ মাজিষ্ট্রেট বাবু ললিত মোহন চট্টোপাধ্যায়ের প্রামাণিক অনুসন্ধান ও সোপর্দ্দ করা কার্য্য ঠিক হইয়াছিল ও আসামী বাস্তবিক দোষী স্থির করেন কিন্তু সাক্ষীগণ জেলাতে তাহারা মাজিষ্ট্রেটীতে যাহা বলিয়াছিল তদ্বিপরীত উক্তি সেসন আদালতে করাতে অগত্যা তাহাকে মুক্তি দিয়াছেন। পুলিশের কোন কর্ম্মচারী সেসন হইতে সম্মান পূর্ব্বক মুক্তি লাভ না করিলে তাহাকে পুনরায় কর্ম্মে নিযুক্ত করা ইনস্পেকটর জেনেরল সাহেবের নিষেধ আছে কিন্তু অত্রত্য ডিষ্ট্রিকট সুপরিন্টেণ্ডেন্ট ভাইনস সাহেব সে নিয়মের বিপরীতে উক্ত হেড কনষ্টবলকে পুলিশে কেবল কর্ম্ম দিয়াছেন এমন নহে তাহার বেতন ৫ টাকা বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। সম্পাদক মহাশয় ভাইনস সাহেব কি ইনস্পেক্টর জেনেরলের অধীন নহে ও তাঁহার নিয়মাবলি মানিতে বাধ্য নহেন? না এস্থল বগুড়া বলিয়া যে যাহা মনে করে তাহাই করিতে পারে তাহাতে কোন দোষ হয় না? আমাদের এস্থানে পুলিশের যে কি পর্য্যন্ত অত্যাচার তাহা বর্ণন করা যাদৃশ জনের সাধ্যাতীত। ডিষ্ট্রিকট সুপারিন্টেণ্ডেন্ট জানেন যে কার্য্য দক্ষ কর্ম্মচারী হইলে সে ঘুষই লউক বা অত্যাচারই করুক তাহাতে দোষ কি সুতরাং তাহার দ্বারা প্রতীকার প্রত্যাশা করা যায় না, ডিষ্ট্রিকট মাজিষ্ট্রেট সাহেব ও দাতার দাস। ইনি কখন ও পুলিশের উপর হস্তক্ষেপ করিতে চাহেন না যদি পুলিশ চালানি মোকর্দ্দমার বিচার কালে ইহার অধীনস্থ ডেপুটী বাহাদুর যে অভিপ্রায় প্রকাশ করেন তাহা পাঠ করিতে মাজিষ্ট্রেট বাহাদুর একটু পরিশ্রম স্বীকার করেন তাহা হইলেও দেশের অনেক মঙ্গল হয়। ইহার পুলিশের উপর যেরূপ ভক্তি ও পুলিশ ইহার অধীনে প্রশ্রয় পাইয়া থাকে তাহা ইহার দুই তিন বৎসরের পুলিশ রিপোর্ট পাঠেই জানিতে পারা যায়। ইহার আরও একটী প্রধান গুণ এই যে পুলিশ আমলা ঘুষ লইয়াছে বা অত্যাচার পুর্ব্বক টাকা লইয়াছে এরূপ কোন মোকর্দ্দমা উপস্থিত হইলে ইনি রাজ কোষ হইতে অর্থ সাহায্য পুর্ব্বক ও সরকার উকীল নিযুক্ত করিয়া পুলিশ কর্ম্মচারীর সাহায্য করেন। যাহার উপর কর্ত্তৃত্ব ভার তিনি এরূপ হইলে আর দেশের মঙ্গল কোথা? সম্পাদক মহাশয় গবর্ণমেণ্ট কি বাছিয়া২ বগুড়াতে লোক নিযুক্ত করেন? একটা রাজ কর্ম্মচারী ভাল হইলে ও আমরা নিষ্কৃতি পাই। অত্যাচার ও অন্যায় যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না। আমরা যদি গবর্ণমেণ্টে মেমোরিয়াল করি তাহাতে কি কোন ফল হইবে না?

লালার মোকর্দ্দমার বিষয় যে আপনাকে অবগত করাইব বলিয়া ছিলাম তৎ সম্বন্ধে অদ্য এই পর্য্যন্ত লিখিয়াই ক্ষান্ত হইলাম যে লালা বংশী গোপাল অত্রত্য জনৈক পুলিশ কর্ম্মচারী। আমাদের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট মাধব চন্দ্র মৈত্র যখন পুলিশ দারগা ছিলেন ইনি তখন কার বন্ধু। দৈবাৎ এই লালার বিরুদ্ধে এক ঘুষ লওয়ার মোকর্দ্দমা উপস্থিত হয়। ডেঃ মাজিষ্ট্রেট বাবু ললিত মোহন চট্টপাধ্যায় ইহার সমস্ত অপরাধ প্রমাণ হওয়াতে তাহার ৬মাস কারাবাস অপেক্ষা অধিক দণ্ড দিবার ক্ষমতা না থাকাতে ও উক্ত ব্যক্তির ৬ মাসের অধিক কাল দণ্ড হওয়া আবশ্যক বিবেচনায় কোন সম্পূর্ণ ক্ষমতাপ্রাপ্ত মাজিষ্ট্রেটের উপর বিচার জন্য নথী উঠাইয়া দেন। এখানকার তৎকালীন একটীং মাজিষ্ট্রেট নর্ম্মাল সাহেব উক্ত মোকর্দ্দমা স্বয়ং বিচার করিবেন বলিয়া রাখেন কিন্তু বর্ত্তমান মাজিষ্ট্রেট বিগমলড সাহেব যিনি বৎসরে দুই তিনটী অধিক মোকদ্দমার বিচার করিতে অনন্ত অনিচ্ছুক ইনি আসিয়াই নথী বাবু মাধব চন্দ্রের ফাইলে পাঠায় দিলেন। সম্পাদক মহাশয় তৎক্ষণাৎ এক জনরব উঠিল যে লালা খালাস পাইল লোকের এরূপ জনরব করিবার কারণ কি বলিতে পারিনা বোধ করি লালার মাধব বাবুর প্রাচীন বন্ধু ও উভয়েই পুলিশ কর্ম্মচারি ছিলেন এই জন্যই লোকে কিছু সন্দেহ করিয়া থাকে। আমাদের সামান্য বুদ্ধিতে এই রূপ বিচার না হয় যে এ অবস্থায় মাধব বাবুর এ মকর্দ্দামা বিচার না করা কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু তাহা না করিয়া বিচার করা ভালো হয় নাই। আমার এমন কিছু বলি না যে তিনি তাহার প্রাচীন বন্ধুর উপকারার্থ বিচার কার্য্য ক্রটী করিয়াছেন কিন্তু বৃদ্ধের মকর্দ্দামায় যেমন ভ্রম হইয়া ছিল এরূপ তো হওয়া অসম্ভব নহে। অবশেষে লালা খালাস পাইয়াছে। ললিত মোহন বাবুর নিকট প্রমাণ হইয়া মাধব বাবুর নিকট অপ্রমাণ হইল ইহার কারণ কি জজ সাহেবের নিকট আপীল হইলে জানা যাইতে পারিত কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে খালাস হইলে আপীল নাই। সত্য বটে ৪৩৪ ধারার মতে মাজিষ্ট্রেট সাহেব নথী আনিয়া ভ্রম থাকিলে রদ জন্য হাইকোর্ট পাঠাইতে পারেন কিন্তু উক্ত ধারার অস্তিত্ব বিষয় আমাদের মাজিষ্ট্রেট সাহেবের জানা আছে কি না আমার সন্দেহ করে

বিজ্ঞাপন।

প্রত্যাহিক সম্বাদ।

এই পত্রিকা প্রতি প্রত্যুষে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইংরাজী দৈনিক সম্বাদ পত্র যেরূপ বিষয় লিখিত হয় ইহা ও সেই প্রণালীতে সম্পাদিত।

মূল্য	মাসিক	বার্ষিক
কলিকাতার জন্য	।।০	৫
মফস্বলে সপ্তাহে দুই বার পাঠাইলে	১	১১
প্রতি দিন একত্রে ছয় খণ্ড পাঠাইলে, প্রতি খণ্ড	দ০	৪।।০
১২ খণ্ড ঐ রূপে পাঠাইলে, প্রতি খণ্ড	।১৫	৬০

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

শ্রীমদ্ভাগবত

বেদব্যাস প্রণীত। পাইকা বঙ্গাক্ষরে প্রথম মূল তন্নিম্নে শ্রীধর স্বামী কৃত টীকা, তন্নিম্নে ভাবার্থ প্রতিমাসে আশি পৃষ্ঠায় দশফর্ম্মায় আরম্ভ হইয়াছে। মূল্য অগ্রিম ১৬ টাকা ডাক মাশুল ৫ আনা আমার বা যন্ত্রাধ্যক্ষের নামে পত্র লিখিলে প্রাপ্ত হইবে। ইতি

বহরমপুর সত্যরত্নযন্ত্র } শ্রীরাম নারায়ণ বিদ্যারত্ন।

THE AMENDED CODE OF CRIMINAL PROCEDURE

BEING ACT XXV OF 1861

AS MODIFIED BY ACT VIII OF 1869.

with upwards of 350 Rulings and Circulars the High Court, Government Orders, explanatory notes and references &c.

PRICE Rs. 6 SIX. CASH. (*Postage free*)

May be had on application accompanied bya eimittance to Babu Peary Churn Sircar.

Bunco Bihari Mitra,
No. 82, Sitaram Ghose's Street.
Manager Sanscrit Press Depositary
No. 24 Sukea's treet.
CALCUTTA.

কাল অথবা সাদা অক্ষরের অথবা অন্য কোন যে রকমের সিল মহরের প্রয়োজন হয়, অথবা নানা বিধ প্রকারের সিল অঙ্গুরি ও অনেক রকম গহনা আমি উত্তম রূপে প্রস্তুত করিতে পারি যাহার প্রয়োজন হয় তিনি শ্রীধর পুরের বাসা নিকট আমার দোকানে আর্ডর দিলে আমি ন্যায্য মূল্যে প্রস্তুত করিয়া দিব।

শ্রীআনন্দ চন্দ্র স্বর্ণকার
ষ্টেশন কোতয়ালি, যশোহর
মামারক কাটি

বেঙ্গলি মেডিকাল জর্ণ্যাল।

ধাত্রী শিক্ষা, শরীর পালন প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা ডাক্তর যদুনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক আগাম ১২৭৮, ১লা বৈশাখ হইতে "বেঙ্গলি মেডিকাল জর্ণাল" অর্থাৎ "চিকিৎসা দর্পণ" নামক এক খানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইবে। ইহার অগ্রিম বার্ষিক স্বাক্ষরকারীর নিকট নাম এবং ঠিকানা সমেত মূল্য প্রেরণ করিলে নিয়মমত পত্রিকা প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীচুণীলাল সরকার
আখন বাজার চুঁচুড়া

মৎ প্রণীত "ভূগোল বিদ্যাসার" নামক ভূগোল গ্রন্থ খানি মুদ্রিত হইয়া বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে। ইহাতে পৃথিবীর স্থূল স্থূল বিবরণ, ভারতবর্ষ ও বাঙ্গালার বিশেষ বিবরণ নূতন এবং পুরাতন পৃথিবীস্থ ভাবদেশ ও নগরাদি প্রাচীন ও বর্ত্তমান নামাবলী সংকলিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা মাইনর ও বাঙ্গালা ছাত্র বৃত্তি পরীক্ষার্থিরা যে বিশেষ উপকার লাভ করিবে ইহা শিক্ষা বিভাগের কতিপয় মহোদয়ের দত্ত প্রশংসা পত্র (যাহা এই পুস্তকের এক পার্শ্বে মুদ্রিত হইয়াছে) দ্বারা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হইতে পারে।

মূল্য ৵ আনা মাত্র।

বানীপুর জঙ্গ বাবুর বাজার সুলতান মিস্ত্রীর বারিক ৭ ই জানুয়ারি ১৮৭০। } শ্রীরজনী কান্ত ঘোষ

ঔষধ

আমার নিকট অব্যর্থ তিক্ত একক প্রকার ঔষধ প্রস্তুত আছে যাহার আবশ্যক হইবে তিনি নিম্নস্বাক্ষরকারি নিকট নীচের তালিকা অনুযায়ী ঔষধের মূল্য ও ডাক মাসুল পাঠাইলে অনায়াসে প্রাপ্ত হইতে পারিবন। ঔষধ কএকটী আমার পরীক্ষিত, রোগ নষ্ট আরোগ্য হইলে মূল্য ফেরত দিব।

সামান্য পেটের পীড়া হইতে পুরাতন গ্রহিণী রোগের ঔষধ ফাইল	৪ টাকা
বাত রোগের তৈল ১ বোতল	৬ টাকা
অর্শের পীড়ার ঔষধ ১ ছোট শিশি	২ টাকা
সর্প দংশনের ঔষধ এক শিশি	১ টাকা
প্রমেহের পীড়ার তৈল বোতল	৫ টাকা

শ্রীচণ্ডীচরণ গুপ্ত কবিরাজ
শান্তিপুর। বেজপাড়া

ধর্ম্ম ও জ্ঞানের মীমাংসা।

সময়োপযোগী পুস্তক। জ্ঞান, বিশ্বাস ভক্তি সাধুলোক প্রভৃতি বিষয় প্রস্তাব চতুষ্টয় আলোচিত হইয়াছে। আদি ব্রাহ্মসমাজে প্রাপ্তব্য। যদুনাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত।

সংগীত শাস্ত্র। প্রথম ভাগ।

উল্লিখিত পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে উহার দ্বারা নানা বিধ গীত ও বাদ্য গুরুপদেশ ভিন্ন অভ্যাস হইতে পারিবেক। উক্ত পুস্তক কলিকাতার সংস্কৃত ডিপোজিটারিতে, কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট বানার্জ্জি সুব্রাদারের লাইব্রেরিতে, ও এখানে প্রাপ্তব্য মূল্য ।০ আনা, ডাকমাশুল একআনা কেহ ৫ টাকা বা ততোধিক মূল্যের পুস্তক লইলে শত করা [illegible] টাকা এবং ৫০ টাকা বা ততোধিক মূল্যের পুস্তক লইলে শত করা ২৫ টাকা কমিসন পাইবেন

শ্রীনীল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য
অমৃতবাজার।

লেখ্য-বিধান।

প্রজা জমিদার কি মহাজন কি খাতক কিক্রেতা কি বিক্রেতা প্রভৃতি বিষয়ী লোকে দলিল লিখিবার ত্রুটিতে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকেন অতএব লেখ্য সম্পাদন বিষয়ক নিয়ম গুলি একত্র প্রকাশিত হইলে তাঁহাদের সুবিধা ও ক্ষতি নিবারণের সম্ভাবনা বিবেচনা করিয়া এই পুস্তক খানি সঙ্কলিত হইতেছে। মূল্য এক টাকা মাত্র কলিকাতা, শীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, ৮২ নম্বর ভবনে, অমৃত বাজার পত্রিকা কার্য্যালয়ে এবং যশোহরের মুক্তিয়ার বাবু চন্দ্র নারায়ণ রায়ের নিকট প্রাপ্তব্য।

সর্প ঘাত।

অর্থাৎ।

মালবৈদ্যদিগের মতে সর্প দংশন চিকিৎসা। উক্ত পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে। বিক্রয়ার্থ এখানে আছে। স্বাক্ষরকারীর প্রতি মূল্য ।০ আনা। ডাক মাশুল এক আনা। গ্রহণাকাঙ্ক্ষী মহাশয়েরা নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট লিখিলে উক্ত পুস্তক পাইতে পারিবেন।

শ্রীচন্দ্র নাথ কর্ম্মকার
মৃত বাজার নেটিব ডাক্তার।

এই পত্রিকার মূল্যের বাবদ বরাৎ চিঠি মনি অর্ডর প্রভৃতি যাহারা পাঠাইবেন তাঁহারা শ্রীযুক্ত বাবু হেমন্তকুমার ঘোষের নামে পাঠাইবেন।

অমৃত বাজার পত্রিকার এজেন্ট।

বাবু কেদার নাথ ঘোষ উকীল
যশোহর
বাবু তারাপদ বন্দোপাধ্যায় বি, এ, বি, এল
কৃষ্ণ নগর
বাবু হরলাল রায় বি, এ টিচার হেয়ারস্কুল
কলিক
বাবু উমেশ চন্দ্র ঘোষ নড়াল জমিদারের মুক্তিয়ার
কাশীপুর
বাবু দিন নাথ সেন, গোহাটী
বাবু কৃষ্ণ গোপাল রায়, বগুড়া

যখন গ্রাহকগণ অমৃত বাজার বরাবর মূল্য পাঠান, তখন যেন তাহা রেজিষ্টার করিয়া পাঠান।

যাঁহারা ষ্ট্যাম্প টিকিট দ্বারা মূল্য পাঠান তাহারা যেন নিয়মিত কমিসন সম্বলিত এক আনার অধিক মূল্যের টিকিট না পাঠান।

ব্যারিং কি ইনসাফিসিয়ান্ট পত্র আমরা গ্রহণ করিবনা।

অমৃত বাজার পত্রিকার মূল্যের নিয়ম

অগ্রিম।

বার্ষিক ৫ টাকা	ডাক মাশুল ৩ টাকা	
ষান্মাসিক	৩	১।০
ত্রৈমাসিক	২	দ০
প্রত্যেক সংখ্যা	।।০	১

বিনা অগ্রিম।

বার্ষিক ৭ টাকা	ডাক মাশুল ৩ টাকা	
ষান্মাসিক	৪।০	১।০
ত্রৈমাসিক	২	দ০

এই পত্রিকার বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্যের নির্ণয়।

প্রতি পংক্তি।

প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার	৵
চতুর্থ ততোধিক বার	/

☞ এই পত্রিকা যশোহর অমৃত বাজার অমৃত প্রবাহিনী যন্ত্রে প্রতি বৃহস্পতি বারে শ্রীকৈলাস চন্দ্র রায় দ্বারা প্রকাশিত।